সংবাদ

তারিখ ... 29.4.85
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1

গ্রন্থাগারের অবস্থা

একটি গ্রন্থাগারে ১৩ বছর ধরে কোন গ্রন্থাগারিক নেই। সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে রয়েছে অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে ২৬ জন কম। সাধারণ কোন গ্রন্থাগার নয়; এ অবস্থার মাঝে চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি। এরপরে এর অবস্থা যে কেমন দাঁড়াতে পারে তা অনুমান করতে কি কষ্ট হয়? গ্রন্থাগারটিতে বিরাজিত এক চরম অব্যবস্থার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে সেদিনের প্রতিবেদনে। গত ৬ বছর ধরে গ্রন্থাগারের বই-পত্রের কোন হিসেব পরীক্ষা করা হয়নি। ১৯৭৮ সালে সর্বশেষ হিসেব পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেখানের হারিয়ে ও নষ্ট হয়ে যাওয়া বইয়ের সংখ্যা ১৮ হাজারের উপরে। গত ছ'বছরে সে ক্ষেত্রে অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে তা এক বড় প্রশ্ন হয়ে আসে।

রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে বইয়ের বেলায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দুর্লভ একটি বই হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার অর্থ সে বই পড়ার সুযোগ থেকে পাঠকদের চিরতরে বঞ্চিত হওয়া। প্রচুর অর্থ ব্যয় ও প্রয়াসের মাধ্যমে যে বইগুলো সংগৃহীত হচ্ছে সেগুলো হেফাজতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা একটি গ্রন্থাগারের হওয়া উচিত প্রথম কাজ। বই যাতে পাঠক নিয়মিত পড়ার সুযোগ পায় তারও চাই সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে অব্যবস্থার অর্থ গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়া। এ পরিস্থিতি কেবল পাঠকের জন্যেই নয়, প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের জন্যেও হতাশাজনক। সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকের অভাব থাকলে অব্যবস্থা দেখা না দিয়ে কি পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বেলাতেই শুধু নয়, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর ক্ষেত্রেও এমন পরিস্থিতি দীর্ঘকাল চলতে দেখা গেছে। সে লাইব্রেরীতেও দীর্ঘকাল কোন গ্রন্থাগারিক ছিল না। ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসেবে একজনকে কাজ করতে হয়েছে, যার পক্ষে সব দিক বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বহু বই হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।

বইয়ের মূল্য এখানে নতুন করে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে বলে আমরা জানি। সেগুলোর সুষ্ঠুভাবে হেফাজতের কাজটি তাই ভালভাবেই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে সে লক্ষণ কই? এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তেমন কোন মাথাব্যথা থাকলে এত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারটি কি কর্ণধার ছাড়াই এতদিন এভাবে চলতো? এক-আধ বছরের ব্যাপার নয়, তের বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। এত দিনেও কি 'যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন' উপযুক্ত একজন প্রার্থী পাওয়া গেল না? তাই প্রশ্ন জাগে, অভাবটা আসলে কি লোকের, না উদ্যোগের। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, সেই সাথে নতুন পদ্ধতি চালু হওয়াতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার চাপও বেড়েছে অনেক বেশী। তাই কেবল বইয়ের যথাযথ হেফাজতই শুধু নয়, ছাত্রছাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে গ্রন্থাগারে পড়াশোনার সুযোগও আরো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিষয়টি প্রতি সামগ্রিকভাবেই নজর দেয়ার জন্যে আমরা বলবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যেন ছাত্রছাত্রী তথা দেশবাসীর প্রয়োজন ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে বেড়ে উঠতে পারে সে জন্যে চেষ্টার সামান্য ত্রুটি রয়েছে—এমন ধারণার সৃষ্টি যেন কোনভাবে না হতে পারে।